সমকাল | শনিবার ৬ আষাঢ় ১৪১৬ ২০ জুন ২০০৯

এশিয়ান হাইওয়ে : পারস্পরিক স্বার্থরক্ষা জরুরি

ড. এম আজিজুর রহমান

এশিয়ান হাইওয়ের বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার সহযোগিতাপূর্ণ, উদার ও উৎপাদনমুখী নীতিনির্ধারণী মনোভাব পোষণ করছে। আসলে আমাদের স্বার্থ সংরক্ষণ কীভাবে হতে পারে তা সংক্ষেপে বলা দরকার। এশিয়ান হাইওয়েতে প্রস্তাবিত তিনটি রুটের কথা বলা হয়েছে। AH-1 : 495 km দীর্ঘ মহাসড়ক, AH-2 : 805 km দীর্ঘ মহাসড়ক এবং AH-41 : 752 km দীর্ঘ মহাসড়ক। AH-1 ভারত-বাংলাদেশ-ভারত ও অন্যান্য এশিয়ানভুক্ত দেশ : বেনাপোল-ঢাকা-সিলেট-তামাবিল এবং মিয়ানমার। AH-2 : ভারত-বাংলাদেশ-ভারত ও অন্যান্য এশিয়ানভুক্ত দেশ যেমন– বাংলাবান্ধা-বগুড়া-টাঙ্গাইল-ঢাকা-সিলেট-তামাবিল ও মিয়ানমার। AH-41 মংলা-গ্র্যান্ড ট্র্যাক রোড-ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ-নাফ নদী-ইয়াঙ্গুন। আবার মংলা-গ্র্যান্ড ট্র্যাংক রোড-বেনাপোল। বাংলাদেশের আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্বার্থ উদ্ধার, অর্থনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার, রাজনৈতিকভাবে সংরক্ষিত ঝুঁকি রক্ষা বিভিন্ন কারণে AH-41 মহাসড়কটি বাংলাদেশের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য, যার দু'একটি কারণ নিম্নরূপ : প্রথমত, বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমারের দূরত্ব মাত্র ৩০০ কিলোমিটার। এশিয়ান হাইওয়ের বাংলাদেশ-মিয়ানমার অংশে যাতায়াত করতে মাত্র ৫ থেকে ৭ ঘণ্টা লাগবে, যা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশসহ যে কোনো এশিয়ানভুক্ত দেশের জন্য গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। AH-1 বা AH-2-এর মহাসড়ক পথ দুটি দিয়ে ভারতের সাতটি পাহাড়ি অঙ্গরাজ্যে ঘুরেফিরে ধীরগতিতে ২০ হাজার কিলোমিটারের অধিক পরিমাণ রাস্তা অতিক্রম করতে প্রায় ৫০০ ঘণ্টা বা ২ সপ্তাহের অধিক সময় লেগে যাবে। এ কালক্ষেপণ ও অসুবিধাজনক যোগাযোগ দেশের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, আমরা চাই মংলাকে দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর হিসেবে উন্নীত করতে, ভুটান-বাংলাদেশ ১৬১ কিলোমিটার করিডোর, নেপাল-বাংলাদেশ ২১ কিলোমিটার করিডোর, নেপালের খরস্রোতা নদী ব্যবহার থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ আমদানি করা, নেপাল-ভারত ও ভুটানে সমন্বিত সহযোগিতা নিয়ে প্রস্তাবিত AH-41 মহাসড়কের সঙ্গে সংযোজনের জন্য নেপাল-ভারত-মংলা মহাসড়ক তৈরি ইত্যাদি। কিন্তু এসব তৈরির আগে যদি AH-1 AH-2 মহাসড়কটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে উপরোল্লিখিত বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট স্বার্থ ঠিকভাবে সংরক্ষিত হবে কি-না তা ভালো করে ভেবে দেখা দরকার।

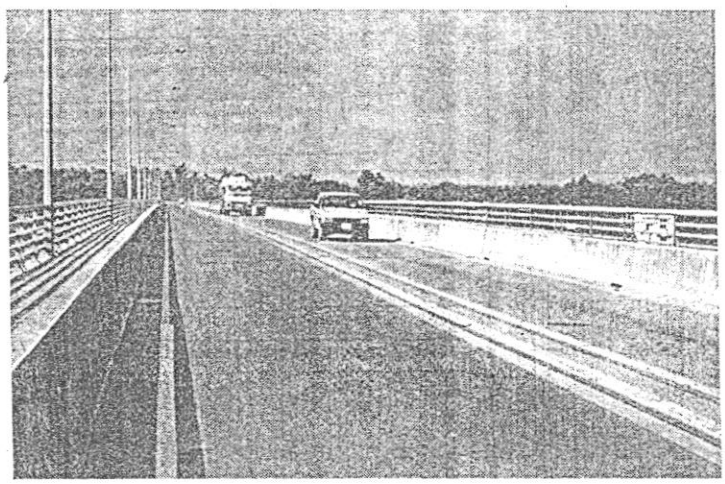

এশিয়ান হাইওয়ে বা মহাসড়কের বিষয়টি আঞ্চলিক স্বার্থসংশ্লিষ্টতার কারণে একটি মহাবিষয়। সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন কিছু করতে চাইলে আমরা জাতিসংঘ, এসকাপ এবং ভারতসহ সংশ্লিষ্ট এশিয়ান দেশগুলোর সঙ্গে আলোচনায় বসব। যতবার প্রয়োজন যুক্তিসঙ্গতভাবে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল বা দেশের পারস্পরিক স্বার্থরক্ষার প্রেক্ষিতে সবিস্তার আলোচনা হবে। বাংলাদেশের বৃহৎ স্বার্থ রক্ষার্থে এ আলোচনায় বসার উদ্যোগ সরকার নেবে। যদি শুরু করার স্বার্থেই কিছু শুরু করতে হয় তাহলে শুধু AH-41 পরিকল্পনাটি কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তা নিয়ে এ মুহূর্তে ভেবে দেখা যেতে পারে। একই সঙ্গে বা সমান্তরালভাবে নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশসহ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্বার্থরক্ষা ও মংলা বন্দর উন্নয়ন ইত্যাদির প্রেক্ষিতে আলাপ-আলোচনা প্রয়োজন।

■ ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি